শব্দের বাচ্যার্থ উল্লেখ করে, কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে, কোন শব্দের অর্থ সম্পর্কে এক অস্পষ্ট ধারণা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যাবে, কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য দৃষ্টান্তগুলি একই শ্রেণীভুক্ত (মানুষ অথবা গরু অথবা গাছ শ্রেণীভুক্ত) ততক্ষণ শব্দটির সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হবে না।

২.৯. প্রদর্শক সংজ্ঞা বা দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক সংজ্ঞা (Ostensive Definition)

শব্দের সংজ্ঞা বা অর্থকরণ দুইভাবে হতে পারে—অন্য শব্দ ব্যবহার করে অথবা কোন শব্দ ব্যবহার না করে কেবল আঙুল তুলে, আকারে ইঙ্গিতে। প্রথম প্রকার সংজ্ঞাকে বলে **"শাব্দিক সংজ্ঞা"** (Verbal Definition), দ্বিতীয় প্রকার সংজ্ঞাকে বলে **"দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক সংজ্ঞা"** বা শুধু **"প্রদর্শক সংজ্ঞা"** (Ostensive Definition)।

বাস্তবিক পক্ষে, শাব্দিক সংজ্ঞার ভিত্তি হল দৃষ্টান্ত-ঘটিত অশাব্দিক সংজ্ঞা অর্থাৎ প্রদর্শক সংজ্ঞা। সব সংজ্ঞাই শাব্দিক হলে শব্দের জগতেই আমাদের আবদ্ধ থাকতে হবে, শব্দের সঙ্গে বস্তুজগতের সম্বন্ধ কোনদিনই নির্ধারণ করা যাবে না। ধরা যাক্, "পিতা" শব্দের শাব্দিক সংজ্ঞায় বলা হল, 'পুরুষ জন্মাদাতা'। এখন যদি কেউ "পুরুষ" এবং "জন্মাদাতা" শব্দ দুটির অর্থ না জানে তাহলে ঐ দুটি শব্দের সংজ্ঞায় ভিন্ন কোন শব্দ ব্যবহার করতে হবে। তেমনি আবার সেইসব ভিন্ন ভিন্ন শব্দের অর্থ জানা না থাকলে আরও নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করতে হবে, এবং এভাবে ক্রমাগত চলতে থাকলে অনবস্থা দোষ (fallacy of infinite regress) ঘটবে। সহজ কথায়, "পিতা" শব্দটির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে এক অসম্ভব প্রক্রিয়ার অবতারণা করতে হবে। A শব্দটির সংজ্ঞায় B, C শব্দকে ; B, C শব্দের সংজ্ঞায় D, E, F, G প্রভৃতি শব্দকে—এভাবে এক শব্দের পর ক্রমাগত অন্য শব্দের আশ্রয় নিলে মূল শব্দ A-র সংজ্ঞা কখনই দেওয়া যাবে না। কাজেই, শব্দের সঙ্গে বস্তুজগতের যোগ সাধন করতে হলে, কোন এক স্তরে, অশাব্দিক উপায়ে, বস্তুর প্রতি আঙুল দেখিয়ে বা অন্য কোন আকার-ইঙ্গিতে শব্দের অর্থ প্রকাশ করতে হয়। এইভাবে, শব্দ-বোধিত বস্তুকে আকারে ইঙ্গিতে প্রদর্শন করে শব্দের সংজ্ঞা প্রদান বা অর্থকরণ পদ্ধতিকে বলা হয় **"প্রদর্শক সংজ্ঞা"** (Ostensive definition)। যেমন, A শব্দের সংজ্ঞায় B শব্দটি প্রয়োগ করলেও B শব্দটির শাব্দিক সংজ্ঞা দেওয়া হয় না, B শব্দ-বোধিত বিষয়ের প্রতি আঙুল দেখিয়ে ঐ শব্দটির ("B") অর্থ প্রকাশ করা হয়।

প্রদর্শক সংজ্ঞায় অন্য কোন শব্দ উল্লেখ না করে, কেবল সংজ্ঞেয় শব্দটির (যে শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়) উল্লেখ করে, শব্দ-বোধিত বস্তুটিকে দেখানো হয় বা প্রদর্শন করানো হয়। যেমন, "লাল" শব্দটির সংজ্ঞায় লাল রঙের কোন বস্তুর দিকে আঙুল তুলে বলা হয়—"লাল", যার মানে, 'এমন রঙকে বলে লাল'—'লাল বলতে এমন রঙ বোঝায়'। তেমনি, "টেবিল" শব্দটির প্রদর্শক সংজ্ঞায় একটি টেবিলের দিকে আঙুল তুলে বলা হয়—"টেবিল", যার মানে—'এমন বস্তুকে বলে টেবিল'—'টেবিল বলতে এমন বস্তু বোঝায়'। এসব ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের সময় কেবল সংজ্ঞেয় শব্দটির ("লাল", "টেবিল") উল্লেখ করা হয়, অন্য কোন শব্দের প্রয়োজন

Scanned by CamScanner

হয় না। এভাবে, অশাব্দিক উপায়ে (কেননা সংজ্ঞেয় শব্দটি ছাড়া অন্য কোন শব্দের উল্লেখ থাকে না) দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে কোন শব্দের সংজ্ঞা দিলে তা হবে প্রদর্শক সংজ্ঞা।

দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক সংজ্ঞাই সর্বাপেক্ষা মৌলিক সংজ্ঞা। শব্দের অর্থকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যদি সংজ্ঞার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে মানতে হয় যে প্রদর্শক সংজ্ঞাই সর্বাপেক্ষা মৌলিক। ভাষা-শিক্ষার সূচনায় শাব্দিক সংজ্ঞা সম্ভব নয়, কেননা সেই সময় শিশুর কোন শব্দজ্ঞান থাকে না। ঐ অবস্থায় অর্থাৎ শিশুর যখন কোন শব্দ-জ্ঞান থাকে না, শিশুকে কোন শব্দের অর্থ বোঝাতে হলে প্রদর্শক সংজ্ঞার সাহায্য নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। যেমন, "বিড়াল" শব্দটির অর্থ বোঝানোর জন্য শিশুকে এমন বলা যাবে না যে, "বিড়াল হল এক চতুষ্পদী লোমশ প্রাণী যা মিউ মিউ করে ডাকে"। এমন বলা যাবে না কেননা শিশুটি "চতুষ্পদী", "লোমশ", "প্রাণী" ইত্যাদি শব্দের অর্থ জানে না। শিশুটিকে "বিড়াল" শব্দটির অর্থ বোঝাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, একটি বিড়ালের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে কেবল "বিড়াল" শব্দটি উল্লেখ করা। এর দ্বারা শিশুকে বোঝানো যাবে—এটা বিড়াল বা একেই বলে বিড়াল। এভাবেই, দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে শিশু "চেয়ার", "টেবিল" ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝতে শেখে। এইভাবে দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক সংজ্ঞার মাধ্যমেই শিশুর ভাষাজ্ঞানের সূচনা হয় বলে এই রকম সংজ্ঞাকেই সকল সংজ্ঞার মূল বা ভিত্তিরূপে গণ্য করা হয়।

অবশ্য **'দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে শব্দের অর্থবোধ' প্রক্রিয়াটি সহজ সরল নয়, তা এক জটিল প্রক্রিয়া।** শব্দটি একবারমাত্র উল্লেখ করে একটিমাত্র বিড়ালকে অথবা একটিমাত্র টেবিলকে দেখালেই শিশুর "বিড়াল" অথবা "টেবিল" শব্দটির অর্থবোধ হয় না—বস্তুকে একাধিকবার দেখিয়ে শব্দটি একাধিকবার উচ্চারণের প্রয়োজন হয়। অন্যভাবেও বিষয়টি এক জটিল প্রক্রিয়া। ধরা যাক্, শিশুর মা যখন কোন টেবিলের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেন "টেবিল", তখন শিশুটি একটি রঙিন টেবিল, বাদামী রঙের টেবিল, দেখতে পায়। এখন প্রশ্ন হল—ঐ বাদামী রঙকেই যে মা "টেবিল" বলেননি শিশুটি তা বুঝবে কিভাবে ? এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শিশুর এমন উপলব্ধি জন্মায়। নানা রকম গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশু ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করে যে, বাদামী রঙটা টেবিল নয়—ঘরের মধ্যে বাদামী রঙের আরও অনেক বস্তু থাকলেও (যেমন, বাদামী চেয়ার, বাদামী আলমারি) মা তাদের "টেবিল" বলেন না। একইভাবে শিশু বুঝতে পারে যে বিশেষ কোন এক আকার আকৃতি, যথা, গোলাকার, ত্রিকোণাকার, টেবিল নয়—ঘরের মধ্যে অনেক গোলাকার, ডিম্বাকার বস্তু থাকলেও (যেমন, টি-পট, বসার টুল) মা তাদের "টেবিল" বলেন না। এভাবে নানারকম গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশুটি "টেবিল" শব্দটির সঠিক অর্থ বুঝতে শেখে। স্পষ্টতই, প্রদর্শক সংজ্ঞার মাধ্যমে শব্দের অর্থবোধ প্রক্রিয়াটি এক জটিল প্রক্রিয়া। এই জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু ধীরে ধীরে বুঝতে পারে যে, "টেবিল" শব্দটির অর্থ টেবিল নামক বস্তুটি, শুধু রঙ অথবা শুধু আকার নয়।

দৃষ্টান্ত প্রদর্শক সংজ্ঞা কেবল শিশুর ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রেই অপরিহার্য নয়, আরও অনেক ক্ষেত্রে, যেখানে শাব্দিক সংজ্ঞা হয় না, এই সংজ্ঞা অপরিহার্য। "লাল", "নীল" প্রভৃতি সরল

Scanned by CamScanner

অভিজ্ঞতাজ্ঞাপক শব্দগুলির শাব্দিক সংজ্ঞা হয় না। হাজার হাজার শব্দ প্রয়োগ করেও "লাল" শব্দটির অর্থ বোঝানো যায় না। লালের চেতনা কেবল লালেরই চেতনা, যার অনুরূপ চেতনা হয় না। এজন্য "লাল" শব্দটির অর্থ বোঝানোর জন্য "লাল" ভিন্ন অন্য কোন অভিজ্ঞতাজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। তেমনি নীলের চেতনা কেবল নীলেরই চেতনা, যার অনুরূপ চেতনা হয় না। কাজেই, "নীল" শব্দটির অর্থ বোঝানোর জন্য কেবল "নীল" শব্দটিকেই ব্যবহার করা যাবে, অন্য কোন চেতনাবোধক শব্দকে নয়। "লাল" শব্দটির অর্থ জ্ঞাপনের উপায় একটাই এবং তা হল, কোন লালরঙের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে "লাল" শব্দটি উল্লেখ করা, যাতে বোঝানো হবে যে—'এটা লাল' বা 'একেই বলে লাল।' একইভাবে, "নীল" শব্দটির অর্থজ্ঞাপনের জন্য কেবল নীল রঙের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলতে হবে, "নীল", যার দ্বারা বোঝানো যাবে—'এটা নীল' বা 'একেই বলে নীল।' সহজ কথায়, **"লাল", "নীল", "টক্" প্রভৃতি সরল অভিজ্ঞতাজ্ঞাপক শব্দের কেবল প্রদর্শকসংজ্ঞাই সম্ভব, শাব্দিক সংজ্ঞা সম্ভব নয়।**

আবার, এমন কতকগুলি অভিজ্ঞতাজ্ঞাপক শব্দ আছে যাদের **কেবলমাত্র প্রদর্শক সংজ্ঞা হলেও, লাল, নীলের মত সরাসরি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।** "ভয়", "রাগ", "ভালবাসা" প্রভৃতি শব্দ এই জাতীয়। "ভয়" শব্দটির অর্থ বোঝানোর জন্য ভয়-রূপ মানসিক আবেগটির (emotion) প্রতি আঙ্গুল দেখিয়ে বলা যায় না, "ভয়" (মানে, এর নাম ভয়)। তবে, এখানে ভয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা না গেলেও ভয়ের যে দৈহিক প্রকাশ তার প্রতি আঙ্গুল দেখিয়ে বলা যায়, "ভয়", অর্থাৎ 'এই রকম দৈহিক বিকারের অবস্থাকে বলে ভয়'—'তোমার দেহের বিকার এমন হলে তুমি যে ভয় পেয়েছ, এটাই বোঝায়'। তেমনি, কোন শিশু রেখে গেলে তার ঐ আবেগটির দিকে সরাসরি আঙ্গুল দেখানো না গেলেও তার দৈহিক উত্তেজনার দিকে (চিৎকার, লাফ-ঝাঁপ ইত্যাদি) আঙ্গুল দেখিয়ে বলা যেতে পারে, "রাগ", অর্থাৎ, 'তোমার এই যে দেহ-মনের অবস্থা, এটাই হল রাগ'। এভাবে, পরোক্ষভাবে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে "ভয়", "রাগ", "ভালবাসা" প্রভৃতি শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া যায়।

কিছু বিমূর্ত শব্দের কেবল প্রদর্শক সংজ্ঞাই সম্ভব, যেমন, "পরিবর্তন", "আবার" ইত্যাদি শব্দের শাব্দিক সংজ্ঞা হয় না, দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ছাড়া এদের অর্থ বোঝানো যায় না। ধরা যাক্, বিছানায় একটা কাপ দেখে মা বলেন, 'আবার কাপটা বিছানায় রেখেছ'! এখানে "আবার" কথাটি শুনে কোন শিশু মনে করতে পারে যে, "আবার" শব্দটির অর্থের সঙ্গে কাপ, বিছানা ইত্যাদি যুক্ত আছে। এর পর মা অন্য প্রসঙ্গে "আবার" শব্দটি উল্লেখ করে বলেন, 'আবার ফুলদানিটা মেঝের ওপর রেখেছ' ! 'আবার বইটা খাবার টেবিলে রেখেছ' ! এভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে "আবার" শব্দটি বার বার শুনে শিশু ধীরে ধীরে গ্রহণ-বর্জন ও সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা বুঝতে পারে যে, "আবার" শব্দটির অর্থ 'কাপ', 'বিছানা', 'ফুলদানি', 'মেঝে', 'বই', 'টেবিল' এসবের কোনটিও নয়, "আবার" শব্দটি কোন বস্তু-বিশেষকে বোঝায় না—শব্দটি কেবল সাধারণভাবে 'ঘটনার পুনরাবৃত্তিকে' বোঝায়। একইভাবে, "পরিবর্তন" শব্দটির অর্থও কোন শিশু বিভিন্ন দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে। ধরা যাক্, বিভিন্ন প্রসঙ্গে

Scanned by CamScanner

মা "পরিবর্তন" শব্দটি উল্লেখ করেন। বাড়ীর গাড়ীটা কোনদিন অন্য জায়গায় রাখলে মা বলেন, 'গাড়ীটা আজ স্থান পরিবর্তন করেছে' ; ঘরের টেবিলটিকে কোনদিন সরিয়ে রাখলে মা বলেন, 'টেবিলটা আজ জায়গা পরিবর্তন করেছে' ; যে লোক শার্ট-প্যান্ট পড়ে সে কোন দিন ধুতি-পাঞ্জাবী পড়লে মা বলেন, 'লোকটা আজ পোষাক পরিবর্তন করেছে' ; কোনদিন গরম অথবা ঠাণ্ডা কিছুটা বাড়লে অথবা কমলে মা বলেন, 'আজ আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে'। এভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে "পরিবর্তন" শব্দটি বার বার শুনে গ্রহণ-বর্জন এবং সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা শিশু ধীরে ধীরে বুঝতে পারে যে, "পরিবর্তন" শব্দটির অর্থের সঙ্গে গাড়ী, টেবিল ইত্যাদি যুক্ত নয়—"পরিবর্তন" শব্দটি কেবল 'ঘটনা ঘটার একটা বিশেষ রীতিকেই' বোঝায়। এভাবে কেবল প্রদর্শক সংজ্ঞার মাধ্যমেই "আবার", "পরিবর্তন" জাতীয় বিমূর্ত শব্দের অর্থবোধ সম্ভব হয়।

সহজ কথায় এবং সংক্ষেপে এটাই বলতে হয় যে, **ভাষাকে বস্তুভিত্তিক করতে হলে, শব্দের সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে, অন্তত কিছু শব্দের অর্থকে প্রদর্শক সংজ্ঞার মাধ্যমে জানতে হয়।**

প্রসঙ্গত একটি বিতর্কিত প্রশ্নের উল্লেখ করতে হয় : **প্রদর্শক সজ্ঞাকে কি আদৌ "সংজ্ঞা" বলা চলে** (Is Ostensive Definition a Definition at all ?)

যারা কেবল শাব্দিক সংজ্ঞাকেই "সংজ্ঞা" বলেন তাঁদের মতে প্রদর্শন সংজ্ঞা "সংজ্ঞা" পদবাচ্য নয়। এদের মতে, সংজ্ঞেয় শব্দটিকে (যে শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়) হতে হবে সখণ্ড, বিশ্লেষণযোগ্য, অর্থাৎ এমন যাকে অন্য শব্দে বিশ্লেষণ করা যায় । যেমন, "পিতা" শব্দটি সখণ্ড। শব্দটিকে বিশ্লেষণ করে দুটি শব্দ পাওয়া যায়, "পুরুষ" এবং "জন্মদাতা"। এজন্য "পিতা" শব্দটির সংজ্ঞায় ঐ দুটি শব্দ সহযোগে একটি বাক্য রচনা করে বলা যায় "পিতা হয় পুরুষ জন্মদাতা"। তেমনি "মানুষ" শব্দটি সখণ্ড হওয়ায় ঐ শব্দটির সংজ্ঞায় একটি বাক্য রচনা করে বলা যায়, "মানুষ হয় চিন্তাশীল জীব।" কিন্তু "লাল" শব্দটি একটি অবিশ্লেষিত অভিজ্ঞতার দ্যোতক। লালের চেতনাকে খণ্ডাংশে বিশ্লিষ্ট করে সেই অংশ দিয়ে কোন বাক্যরচনা করা যায় না। **শব্দ বা বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য করলে তাই প্রদর্শক সংজ্ঞাকে "সংজ্ঞা" বলা যাবে না।** কাজেই এই মতে, এমন কিছু শব্দ আছে, যেমন, "লাল" "নীল", "টক", "ভয়", "ভালবাসা" ইত্যাদি যাদের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, অর্থাৎ এমন কিছু শব্দ আছে যা অসংজ্ঞেয় (indefinable)।

কিন্তু বিরুদ্ধ মতে, প্রদর্শক সজ্ঞাও "সংজ্ঞা"। এই মতে, সংজ্ঞার উদ্দেশ্য হল—শব্দের অর্থকে বোঝা অথবা বোঝানো। **অশাব্দিক উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধিত হলে সেই উপায়টিকেও "সংজ্ঞা" রূপে গণ্য করতে হবে।** লাল রঙের প্রতি আঙ্গুল দেখিয়ে যদি "লাল" শব্দটির অর্থ বোঝানো যায় তাহলে সেই অশাব্দিক দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক সংজ্ঞাটিকেও "সংজ্ঞা"রূপে গণ্য করতে হবে। **এই মত অনুসারে, সব শব্দই সংজ্ঞেয়, অসংজ্ঞেয় শব্দ বলে বস্তুত কিছু নেই।**

প্রদর্শক সংজ্ঞাকে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক আসলে এক শাব্দিক বিতর্ক, আসল বিতর্ক নয়। অর্থাৎ 'অসংজ্ঞেয় শব্দ বলে কিছু আছে কি ?' এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক তা এক শাব্দিক

Scanned by CamScanner

বিতর্ক। আসলে "সংজ্ঞা" শব্দটির দুটি অর্থ আছে—সংকীর্ণ অর্থ এবং ব্যাপক অর্থ। সংকীর্ণ অর্থে "সংজ্ঞা" বলতে বোঝায় 'শাব্দিক সংজ্ঞা', আর ব্যাপক অর্থে "সংজ্ঞা" বলতে বোঝায় 'শব্দের অর্থের স্পষ্টীকরণ', যা শাব্দিক উপায়ে হতে পারে আবার অশাব্দিক উপায়েও হতে পারে। "সংজ্ঞা" শব্দটিকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করলে এটাই বলতে হবে যে, দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক সংজ্ঞা "সংজ্ঞা" নয়, এবং আরও বলতে হবে যে, এমন কিছু শব্দ আছে যা অসংজ্ঞেয়। পক্ষান্তরে, "সংজ্ঞা" শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে এটাই বলতে হবে যে, দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক সজ্ঞাও সংজ্ঞা, এবং আরও বলতে হবে যে, কোন শব্দই অসংজ্ঞেয় নয়।

প্রদর্শক সংজ্ঞার ত্রুটি (Limitation of Ostensive Definition)

প্রদর্শক সংজ্ঞা প্রয়োজনীয় হলেও এর কিছু দোষত্রুটি আছে। যেমন—

(১) শাব্দিক সংজ্ঞায় শব্দের অর্থ যেমন স্পষ্ট ক'রে বোঝানো যায়, প্রদর্শক সংজ্ঞায় শব্দের অর্থটি তেমন স্পষ্ট হয় না। এজন্য যেসব ক্ষেত্রে দুই রকম সংজ্ঞাই সম্ভব, সেখানে শাব্দিক সংজ্ঞার মাধ্যমেই শব্দের অর্থ প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

(২) এমন কিছু শব্দ আছে যাদের অর্থ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর যায় না। "এবং", "অথবা" প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ এই প্রকার। "এবং", "অথবা" প্রভৃতি শব্দ অর্থপূর্ণ হলেও প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা পরোক্ষভাবে কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে এসব শব্দের অর্থ প্রকাশ করা যায় না। "ভূত", "প্রেত" প্রভৃতি শব্দের অর্থও প্রদর্শক সংজ্ঞার দ্বারা বোঝানো যায় না।

তবে, এসব ত্রুটি সত্ত্বেও প্রদর্শক সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। বস্তুজগতকে বোঝানো যদি শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য হয় তাহলে ভাষার ভিত্তি হিসাবে এই সংজ্ঞার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

Scanned by CamScanner